রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

Annexure F(1)

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২, ১৯৮৯

৮ম খন্ড

বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ

দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ

(জাতীয়, ধর্মীয়, স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত)

৪২/২, আজিমপুর রোড, ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা

নোটিফিকেশন

স্মারক নং ৭৮৬/৮৯, তারিখ ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯/২৫শে মাঘ, ১৩৯৫

[বাংলাদেশের একমাত্র বেসরকারী ধর্মীয়, অরাজনৈতিক, সেবা, চিকিৎসা ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যাহা জাতিসংঘের স্বীকৃত ও মহা-সচিব কর্তৃক শান্তির দূত মনোনীত প্রতিষ্ঠান, দায়েমী কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ। এর মহা-পরিচালক ও জাতিসংঘে নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি-(শান্তির দূত) জনাব আবদুল্লাহ এম, এন, আলমের বিশ্ব সফর সম্পর্কে ভয়েস অব আমেরিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকার ও ইহার ব্যাখ্যা।]

ঐতিহাসিক আজিমপুর দায়রা শরীফের ৬ষ্ঠ ও বর্তমান গদ্দীনিশিন পীর সাহেব ও সুফি নুরুল্লাহ ওয়াকফ ষ্টেট-এর মোতওয়ালী প্রখ্যাত সাধক হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দায়েম উল্লাহ (মঃ আঃ) ১৯৬৯ সালে দায়েমী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ উপ-মহাদেশের মহান সাধক প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক নেতা হযরত শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ দায়েম (রঃ) আজ থেকে দুইশত বৎসর পূর্বে দায়রা শরীফের গোড়া পত্তন করেন। দায়রা শরীফের গোড়া পত্তনের ছয় দিন পর হযরত শাহ সুফী সৈয়দ মোহাম্মদ দায়েম (রঃ) দায়েমী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দায়েমউল্লাহ তাঁহার পূর্ব পুরুষের সেই ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবে পরিণত করেন দায়েমী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

হযরত শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ দায়েম (রঃ) আওলাদে রসুল ছিলেন। তার পূর্ব পুরুষ হযরত সৈয়দ বখতিয়ার মাহিসওয়ার(রঃ) বড় পীর হযরত গওসুল আযম সৈয়দ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী(রঃ) এর সুযোগ্য বংশধর ছিলেন। ইসলাম প্রচারের মহান ব্রত নিয়ে আজ থেকে সাত শত বৎসর পূর্বে তিনি মাছের পিঠে সওয়ার হয়ে সুদুর বাগদাদ থেকে চট্টগ্রামের হাওলদা নদীতে অবতরণ করছিলেন বলে তাঁর নামের সাথে মাহিসওয়ার বিশেষণ ভূষিত হয়।

দায়রা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ দায়েম(রঃ) চট্টগ্রাম এর প্রখ্যাত সাধক আধ্যাত্মিক নেতা শাহ সুফি আমানত শাহ(রঃ) এর নিকট হইতে ও ঢাকার লক্ষীবাজারস্থ মিঞা সাহেব ময়দানের প্রতিষ্ঠাতা হযরত সৈয়দ আবদুর রহিম শহীদ(রঃ) ও হযরত সৈয়দ নাজিম উদ্দিন(রঃ) এবং পাটনার বিখ্যাত দরবেশ সৈয়দ মুনয়েম খসরু(রঃ) এর নিকট হইতে আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করে ঢাকায় আজিমপুরের গভীর বন জংগলে দায়রা শরীফ প্রতিষ্ঠা করার ছয় দিন পর দায়েমী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তারই আলোকে আজকের ব্যতিক্রম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দায়েমী কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ।

১৯৬১ সনের তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সমিতির তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশকে ১৯৮২ সনের ৩১শে আগষ্ট সমাজ কল্যাণ বিভাগ রেজিঃ নং ০১১৬৯ মোতাবেক সরকারী স্বীকৃতি প্রদান করেন। এবং ১৯৭৮ সালের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থানসমূহের নিয়ন্ত্রণ বিধি মোতাবেক নিবন্ধীকরণের জন্য দায়েমী কমপ্লেক্স এর আবেদন পত্র সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

সরকার ১৯৮৩ সালের ২৫শে মে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। স্মারক নং ১৯২৫—২৭, রেজিঃ নং এস ৮৬৫/৪৪।

মক্কাশরীফের প্রধান ঈমাম শেখ সোবাইল বিন আবদুল্লাহ দায়রা শরীফে দায়েমী কমপ্লেক্স-এর কেন্দ্রীয় দপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন এবং এই সংস্থার মাধ্যমে সারা দেশে শতাধিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে। দায়রা শরীফের বর্তমান গদ্দীনিশিন পীর সাহেব উপ-মহাদেশের একজন স্বনামধন্য আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী শাস্ত্রের অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্র দায়েমী ফার্মাসিউটিক্যাল ল্যাবঃ ও দায়েমী দাওয়াখানার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ মানবতার

সেবায় উৎসর্গ করে তিনি সারাদেশে ২০টি শাহী জামে মসজিদ, ৭টি এতিমখানা, ৪টি কলেজ, ৫টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৫টি আলীয়া মাদ্রাসা-সহ ৪০টি ফোরকানিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা দীর্ঘদিন যাবৎ সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এতিম-খানায় ৩০০০ হাজারেরও বেশী অসহায় এতিম ও দুঃস্থ শিশু-কিশোর লেখাপড়া করিতেছে। এ ছাড়া দায়েমী কমপ্লেক্স ১০টি কারিগরী কর্মসূচী পরিচালনা করিতেছে। এই কর্মসূচীর অধীনে দেশের দুঃস্থ ও এতিম ছেলেদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হইতেছে। বিষয়গুলির মধ্যে ওয়েলডিং, কার্পেনটিং, সেলাই, চামড়ার কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষি, হাস-মুরগী পালন, টাইপ রাইটিং, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দায়রা শরীফ ও দায়েমী কমপ্লেক্স এর ইতিহাস আজ নূতন নয় ইহার ইতিহাস বিগত সাত শত বৎসরের পুরাতন।

বর্তমানে দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশের একমাত্র বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যাহা জাতিসংঘের বেসরকারী গোষ্ঠির অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিষদ, ডিপার্টমেণ্ট অব পাবলিক ইনফরমেশন, এবং ইউনিসেফের স্থায়ী সদস্য ও উপদেষ্টার মর্যাদাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। ইহা দেশ ও জাতির জন্য গৌরবের বিষয়। জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্য্যক্রম দায়েমী কমপ্লেক্স এর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দায়েমী কমপ্লেক্স এর মহা-পরিচালক জনাব আলহাজ্ব এম, এন, আলমকে ১৯৮২ সাল হইতে জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় দফতর, নিউইয়র্ক, জেনেভা ও ভিয়েনাস্থ দফতরে স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করা হয়। যাহাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ বিষয়ক শাখা পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন। ইহা ছাড়া দায়েমী কমপ্লেক্স এর প্রতিনিধিকে জাতিসংঘের কার্য্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে হয়। এতদুদ্দেশ্যে পররাষ্ট্র দফতরের জাতিসংঘ বিষয়ক মহা-পরিচালকের দফতর ১৯৮২ সাল হইতে নিয়মিতভাবে সকল প্রকার সহযোগিতা করিয়া আসিতেছেন। জনাব আলমকে বাংলাদেশ সরকারের জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধির দফতর নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও জেনেভা দূতাবাসও এতদুদ্দেশ্যে নিয়মিত সহযোগিতা করিতেছেন।

১৯৮৫ সালের জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দায়েমী কমপ্লেক্স এর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। একই ভাবে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাধারণ পরিষদের এক প্রস্তাবে ১৯৮৬ সালকে বিশ্ব শান্তি বর্ষ ঘোষণা করা হয়। দায়েমী কমপ্লেক্সকে শান্তি বর্ষের সাফল্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জাতিসংঘের মহা-সচিব আমন্ত্রণ জানান এবং ১৯৮৬ সালের ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকাতে একটি আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের আয়োজনের জন্য সাধারণ পরিষদ দায়েমী কমপ্লেক্সকে ক্ষমতা প্রদান করেন। একইভাবে ১৯৮৬ সালের শান্তি বর্ষের সাফল্যে জাতিসংঘ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য পররাষ্ট্র দফতরের জাতিসংঘ বিষয়ক দফতর পূর্ণাংগ সহযোগিতা করেন। ইহা ছাড়া জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ও বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী দায়েমী কমপ্লেক্স এর জাতিসংঘ বিষয়ক কার্য্যালয়ের ১৯৮৫ সালে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। একই-ভাবে সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর পক্ষে পররাষ্ট্র বিষয়ক জাতিসংঘ দফতরের মহা-পরিচালক রাষ্টদূত জনাব ওয়ালিউর রহমান ১৯৮৬ সালে দায়েমী কমপ্লেক্স-এর জাতিসংঘ বিষয়ক অফিসটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

বলাবাহুল্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের সাবেক প্রধান বিচারপতি বর্তমান প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব রুহুল ইসলামকে চেয়ারম্যান করে দায়েমী কমপ্লেক্স এর বিশ্ব শান্তি কার্য্যক্রম চালু করা হয়। ইহা ছাড়া সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি জনাব আহসান উদ্দিন চৌধুরী যিনি দায়েমী কমপ্লেক্স এর উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি, তাঁহাকে শান্তি পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। দায়েমী কমপ্লেক্স এর মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক শান্তি বর্ষের সাফল্যে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়ে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্য্যক্রম চালু করা হয়। ইহাতে পররাষ্ট্র দফতর পূর্ণাংগ সহযোগিতা প্রদান করেন ফলে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত ঢাকাতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ঘোষিত আন্তর্জাতিক মহা শান্তি সম্মেলনটি উদযাপিত হয়। ইহার সাফল্যের জন্য রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীবর্গ, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ বাণী প্রেরণ করেন। অশান্ত বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দায়েমী কমপ্লেক্স এর উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সম্মেলনে ১১টি শান্তি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। যাহা জাতিসংঘ সহ বিশ্বে নেতৃবৃন্দের নিকট প্রেরণ করা হয়।

জাতিসংঘের মহা-সচিবও এই শান্তি প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং দায়েমী কমপ্লেক্সকে Peace Messenger Organisation হিসাবে মনোনীত করেন। বিধায় দায়েমী কমপ্লেক্স এর মহা-পরিচালক ও জাতিসংঘে নিয়োজিত প্রতিনিধি জনাব আলমকে শান্তির দূত মনোনয়ন করা হয়। যাহাতে তিনি দায়েমী কমপ্লেক্স কর্তৃক গৃহীত ১১টি প্রস্তাব নিয়ে বিশ্বের অশান্ত বিশৃংখল ও মানবাধিকার লংঘীত স্থানসমূহে সরজমিনে প্রত্যক্ষ করতঃ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করিতে পারেন তাই এই বিষয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বে নিয়োজিত সাবেক মন্ত্রী জনাব হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর নির্দেশে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট বিভাগ জনাব আলমকে একটি আন্ত-র্জাতিক ছাড়পত্র (পাসপোর্ট) প্রদান করেন যাহাতে দুনিয়ার সমস্ত দেশে ভ্রমণ করার অনুমতি তাহাকে দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রদূত জনাব ওয়ালিউর রহমান পরারাষ্ট্র মন্ত্রী ও জাতিসংঘের ৪৩তম অধিবেশনের সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর নির্দেশক্রমে জনাব আলমের বিশ্ব সফরের ভিসা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ পররাষ্ট্র দফতরের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয় এবং বিদেশে নিয়োজিত বাংলা-দেশ দূতাবাসসমূহকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন বিধায় বাংলাদেশ দূতাবাস নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, জেনেভা এ বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন। বিশ্ব শান্তির আলোকে জনাব আলম ১৯৮২ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। সফর সংক্রান্ত বিষয়ে যখনই বিদেশী অনুদান গ্রহণের প্রশ্ন আসত তখনই তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হইতে বিধি মোতাবেক অনুমতি নিয়াছেন। জনাব আলম জাতিসংঘের নিউইয়র্ক, জেনেভা এবং ভিয়েনাস্থ অফিস সমূহের নিয়োজিত স্থায়ী নিয়মিত প্রতিনিধি জাতি-সংঘ, দায়েমী কমপ্লেক্স এর প্রতিনিধির যাতায়াত ও বিদেশ সফর সংক্রান্ত বিষয়ে কোন প্রকার আর্থিক অনুদান প্রদান করেন নাই। জনাব আলমকে দুনিয়ার সমস্ত দেশ সফরের সরকারী অনুমোদিত বৈধ পাসপোর্ট দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন দেশ ভ্রমণের জন্য সরকারী আর্থিক দায়-দায়িত্ব ও বিদেশী অনুদান গ্রহণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় দায়েমী কমপ্লেক্স এর নিজস্ব তহবিল হইতে তার প্রতিনিধিকে ঐ ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে। ইহার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি লওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

এদিকে জাতিসংঘের শান্তি সচিবালয়ের অনুরোধে জাতিসংঘে নিযুক্ত দায়েমী কমপ্লেক্সের প্রতিনিধি হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যে একটি বেসরকারী আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য তদসংগে ফিলিস্তিনীদের উপর ইসরাইলের বর্বোরোচিত কঠোর অমানবিক অকথ্য অত্যাচার স্বচক্ষে দেখার জন্য জনাব আলম অধিকৃত আরব এলাকাসহ আল আকসা মসজিদ পরিদর্শন ও উহার পেশ ইমামের সহিত যখন দেখা করেন ঐ সময় আল আকসা মসজিদের বাহিরে নিরস্ত্র ইসরাইলী নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বিক্ষোভকারীদের উপর বর্বর ইসরাইলী সৈন্যরা কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ে আর রাইফেলের গুলি করে হত্যাযজ্ঞ চালায় যা জনাব আলম স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। তিনি সশস্ত্র ইসরাইলী সৈন্যদের অবর্ণনীয় পাশবিক অত্যাচারের হৃদয় বিদারক দৃশ্য ভিডিও ক্যাসেটে ধারণ করেন। ঐ ক্যাসেট ইসরাইলী সৈন্যদের ফাঁকি দিয়ে নিয়ে এসে কি ভাবে ইসরাইলী সৈন্যরা নারী পুরুষ নির্বিশেষে নিরীহ ফিলিস্তিনী মুসল-মানদের উপর অত্যাচার করিতেছে তার করুণ দৃশ্য সর্ব প্রথম বিশ্ববাসীর চোখের সামনে তুলে ধরেন। ইহা আমেরিকান টেলিভিশন-এর ৪৭ নং চ্যানেলে তার সাক্ষাৎকারসহ প্রচার করা হয়েছে। এতদব্যতীত ভয়েস অব আমেরিকাকে দেওয়া জনাব আলমের সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ ১৭ই মার্চ ওয়াশিংটন হইতে দৈনিক মনিটারিংয়ে প্রকাশ করা হয়।

জনাব আলম নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইসরাইল ভ্রমণ করেন এবং তার প্রত্যাবর্তনের পর ইসরাইলী সৈন্যের বর্বরতার ছবি আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশের টেলিভিশনে এবং ভয়েস অব আমেরিকার মাধ্যমে প্রচার হওয়ার পর নিউইয়র্কে ইসরাইলী গোয়েন্দা বিভাগের এজেন্টরা জনাব আলমকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে এবং তাঁর ফ্ল্যাটে হানা দেয়। তিনি কোন প্রকারে আমেরিকা থেকে প্রাণ নিয়ে দেশে ফেরেন এবং এর পরও যখন তিনি জাতিসংঘের সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমেরিকায় যান তখন তাঁকে সদা সর্বদা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও সাবধান থাকতে হয়। কারণ ইসরাইলী এজেন্ট এমনকি ইসরাইল দূতাবাসের সদস্যরা পর্যন্ত তাঁর হোটেলে গিয়ে তাঁকে খোঁজাখুজি করলে তিনি গা ঢাকা দিয়ে থাকেন। এখানে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হচ্ছে যে জনাব আলম জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুরোধে এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির সহযোগিতায় সম্পূর্ণ মানবিক কারণে বিশ্ব মুসলিম ভাতৃত্বের আহবানে নিপীড়িত অত্যাচারে জর্জরিত মুসলমান ভাইবোনদের শান্তি ও কল্যাণের জন্য অধিকৃত আরব এলাকা পরিদর্শন করেন। এই সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তাছাড়া আমি নিজে আওলাদে রাসুল এবং জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম, মহা-পরিচালক দায়েমী কমপ্লেক্স আমার একমাত্র জামাতা এবং আমারই নির্দেশে তিনি ইসলামের তৃতীয় পুণ্য ভূমি মসজিদে আলআকসা এবং হাজার হাজার পয়গাম্বর আম্বিয়া (আঃ) দের পুণ্য আবাসভূমি জেরুলজালেমে বসবাসরত হাজার হাজার মুসলিম ভাইবোনদের দুঃখে দুঃখী হয়ে তাদের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য অধিকৃত আরব এলাকা পরিদর্শন করেন।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে জনাব আলম গোপনে ইসরাইল সফর করেননি বরং তিনি বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাসের সদয় সহযোগিতায় প্রকাশ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত পাসপোর্টে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য ইসরাইল ভ্রমণ করেন এবং দেশে ফিরে এসে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন।

দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশের একমাত্র বেসরকারী সংস্থা যাহা বাংলাদেশের জন্য অনেক সুনাম বয়ে এনেছে। দায়েমী কমপ্লেক্স যখন ১৯৮৫ সালের বসন্তকালীন অধিবেশনে জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য হয় তখন সেখানে বাংলাদেশ সরকারের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না তারা পর্যবেক্ষক ছিলেন। সুতরাং ইহা আমাদের গৌরবের বিষয় এবং এই গৌরব শুধু দায়েমী কমপ্লেক্সের নয় সারাদেশের এবং জাতির। এবং ইহা সম্ভব হয়েছিল বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় ও কর্মকর্তাগণের সদয় সহানুভূতি, সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে। দায়েমী কমপ্লেক্সের কর্মকাণ্ডে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, সচিব, প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ জড়িত রয়েছেন এবং বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ দায়েমী কমপ্লেক্সের কার্যক্রম সম্বন্ধে অবহিত আছেন।

দায়েমী কমপ্লেক্স এর মহা-পরিচালক ও জাতিসংঘে নিযুক্ত প্রতিনিধির জেরুজালেমসহ বিশ্ব সফরের উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তিগত কারণ ছিলনা। এই সফর বিশ্ব মানবতার কল্যাণে ও নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকারকে দুনিয়ার বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দায়েমী কমপ্লেক্স এর মাধ্যমে বিশ্বনেতৃবৃন্দ ও জাতিসংঘের নিকট প্রেরিত শান্তি প্রস্তাব বাস্তবায়নের অংশবিশেষ।

আপনার বিশ্বস্ত

(হযরত শাহ সুফী) সৈয়দ দায়েমউল্লাহ
পীর,
আজিমপুর দায়রা শরীফ
ও
চেয়ারম্যান, দায়েমী কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ
৪২/২, আজিমপুর, ছোট দায়রা শরীফ,
ঢাকা-১২০৫।

এস,এম, জিল্লুল হক, এডভোকেট,
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা
ও
আইন উপদেষ্টা, দায়েমী কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ।

বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরী
সাবেক রাষ্ট্রপতি ও চেয়ারম্যান,
এডভাইজারী বোর্ড, দায়েমী কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ।

আলহাজ এম,এন, আলম
মহা-পরিচালক
দায়েমী কমপ্লেক্স ও জাতিসংঘে
নিযুক্ত দায়েমী কমপ্লেক্স এর
স্থায়ী প্রতিনিধি ও (শান্তির দূত)।

(ভোয়া ২২০০ ১৫/৩ তরা/নাসির/এনএন)

[জনাব এম,এন, আলম, মহা-পরিচালক, দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ জাতিসংঘে নিযুক্ত দায়েমী কমপ্লেক্সের স্থায়ী প্রতিনিধির জাতিসংঘের মহা-সচিব কর্তক "শান্তির দূত" পুরস্কার গ্রহণের পর ১৭ই মার্চ ১৯৮৮ ইং সালে যেই সাক্ষাৎকার প্রদান করেন তাহা ভয়েজ অব আমেরিকা, ওয়াশিংটন হইতে প্রকাশিত প্রতিবেদন]

বাংলাদেশের বেসরকারী সমাজকল্যাণ সংস্থা দায়েমী কমপ্লেক্সের জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ

বাংলাদেশের বেসরকারী সমাজ কল্যাণ সংস্থা এবং জাতিসংঘে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গোষ্ঠীর স্থায়ী সদস্য দায়েমী কমপ্লেক্সের শান্তির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এবারে জাতিসংঘের শান্তি বাহক পুরস্কার লাভ করেছেন। সংস্থার পরিচালকের সংগে সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশের বেসরকারী সমাজ কল্যাণ সংস্থা এবং জাতিসংঘে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গোষ্ঠীর স্থায়ী সদস্য দায়েমী কমপ্লেক্স-এর পরিচালক জনাব নুরুল আলম নিউইয়র্কে জাতিসংঘের বিশেষ শান্তিবাহক পুরস্কারটি নিয়ে স্বদেশ রওয়ানা হওয়ার আগে এসেছিলেন ওয়াশিংটনে। শান্তি পুরস্কারটি পাওয়ার কারণ সম্পর্কে জনাব আলম জানালেন:

বিশ্ব শান্তি বর্ষ ১৯৮৬-এর আলোকে যে সমস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন জাতিসংঘের মহা-সচিব তাতে সন্তুষ্ট হয়ে কতিপয় বেসরকারী সংস্থাকে বিশ্ব শান্তি পদকে পুরস্কৃত করেছেন। বাংলাদেশের দায়েমী কমপ্লেক্স নামক প্রতিষ্ঠানটিও এই শান্তির পদক গ্রহণের গৌরব অর্জন করেছেন।

১৯৮২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এক ঘোষণায় বিশ্ব শান্তি বর্ষ ১৯৮৬ সালকে নির্ধারণ করা হয়। কতিপয় বেসরকারী সংস্থা যারা জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত তাদের রচিত কতিপয় প্রস্তাবাবলী জাতিসংঘ সচিবালয়ে প্রেরণ করে।

দায়রা শরীফের হযরত শাহ সুফী দায়েমউল্লাহ সাহেব বলেন, দায়েমী কমপ্লেক্স মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধ, আফগানিস্থান হতে বৈদেশিক সৈন্য প্রত্যাহার, জেরুজালেম এবং ফিলিস্তিনীদের আবাসভূমি দখলকৃত এলাকা থেকে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য নিরাপত্তা পরিষদসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট এই প্রস্তাব প্রেরণ করেছিলেন। জাতিসংঘ সচিবালয় ইহা পর্যালোচনা করে আমাদের কার্যক্রম এবং কর্মসূচীকে অনুমোদন দিয়েছিলেন। এর আলোকে আমরা ঢাকাতে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করেছিলাম। জাতিসংঘ সচিবালয়সহ বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের নিকট প্রেরিত আমাদের প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়েছে। এটারই আলোকে জাতিসংঘ মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। ইতিমধ্যে এই শান্তি প্রস্তাবের আলোকে বাদশা হোসেনকে চেয়ারম্যান করে মধ্যপ্রাচ্য স্থায়ী শান্তি কমিশন গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি এই শান্তি কমিটির প্রতিনিধিগণ ইরান-ইরাক, ফিলিস্তিনী, লেবানন এই সমস্ত স্থান পরিদর্শনের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

জনাব নুরুল আলম যুক্তরাষ্ট্র আসার পথে জাতিসংঘের বিশেষ কর্মসূচীর আওতায় জেরুজালেম গিয়েছিলেন। জেরুজালেমের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন :—

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের ৪৪তম বৈঠক জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়। আমি ঐ বৈঠকে বেসরকারী প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করি। জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অবদানকে তারা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। দায়েমী কমপ্লেক্স-এর প্রস্তাবাবলীর মধ্যে ইসরাইল অধিকৃত পবিত্র জেরুজালেম অঞ্চলকে মুক্ত করার জন্যও প্রস্তাব ছিল। আমি প্রথম বাংগালী জেরুজালেম নগরী পরিদর্শনেরও ভাগ্য অর্জন করি। যেহেতু আমাদের দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই আমি মিশর দূতাবাসের মাধ্যমে আমার জাতিসংঘের প্রস্তাবাবলীর অনুকূলে ইসরাইল সফরের অনুমোদন লাভ করি। একই সময় যখন আমি পবিত্র জেরুজালেম নগর পরিদর্শনে তখন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, বাদশা হোসাইনের বিশেষ দূত এবং জাতিসংঘ মহা-সচিবের প্রতিনিধিবর্গ অত্র অঞ্চল পরিদর্শন করেছিলেন। আমি এখানে পররাষ্ট্র দপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তার এবং বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করেছি। ফিলিস্তিনী মুসলমান এবং খৃষ্টানদের সংগেও আলাপ করেছি। তারা সকলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একমত। তারা প্রত্যেকে শান্তি কামনা করেছেন কিন্তু কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে সে বিষয় নিয়ে নানা মতামত চলছে। জর্জ সুলজ এবার এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন।

বাংলাদেশের সংগে ইসরাইলের বর্তমানে কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। তবে ভবিষ্যতে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠার সম্ভাবনা আছে কিনা, সেখানকার জনগণ, সরকারী মনোভাব কেমন একথা জানতে চাইলে জনাব নুরুল আলম আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আমি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে যাইনি। যেহেতু আমাদের সাথে কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, মুসলিম বিশ্বের স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দায়েমী কমপ্লেক্স এর প্রেরিত প্রস্তাবাবলী লক্ষ্য করে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে আমি ইসরাইল সফর করি এবং আমার সফরকালে ইসরাইল সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, বিভিন্ন ইসরাইলী কর্তৃপক্ষের সাথে আমার ব্যাপক আলোচনা হয়। তাদের আগ্রহ হল বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ। তারা মুসলমানদের ব্যাপারে আসা-যাওয়া করা আশা করেছেন এবং অচিরেই বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বাংলাদেশের সাথে ইসরাইলের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করবে বলে আমি আশাবাদী। এ বিষয়ে আমি আমার সরকারকে অনুরোধ করবো মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের, ও আই সি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সার্কের আওতায় যে সব নীতিমালা রয়েছে সে অনুসারে ইসরাইলের সাথে আমাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন অনুভবের মাধ্যমে সরকার এ বিষয়ে চিন্তা করবেন।

(ভোয়া ২২০০ ১৫/৩ তরা/বাসির/এন এন)

(হযরত শাহ সুফী) সৈয়দ দায়েমউল্লাহ
পীর,
আজিমপুর দায়রা শরীফ
ও
চেয়ারম্যান, দায়েমী কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ,
৪২/২, আজিমপুর, ছোট দায়রা শরীফ,
ঢাকা-১২০৫।
(২২—১)

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, গত ৩১শে মার্চ, ১৯৮১ তারিখ হইতে ২১১, তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত "মেসার্স পূর্বদেশ সাইকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ" নামের অংশীদারী কারবারটি অংশীদারদের সর্বসম্মতিক্রমে বিলুপ্ত ঘোষণা করিয়াছে এবং ১লা এপ্রিল, ১৯৮১ তারিখ হইতে "মেসার্স পূর্বদেশ সাইকেল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড" এর নামে স্বাভাবিক কার্য চালাইয়া আসিতেছে।

উলফৎ গনি চৌধুরী
আয়কর উপদেষ্টা,
২৬ নং বংগবন্ধু এভিনিউ,
১ম তলা, ঢাকা।
(২৩—১)

সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ ১৭ই মার্চ ওয়াশিংটন হইতে দৈনিক